ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত, ছাত্রলীগ হল থেকে বিতাড়িত শিবির এই সুযোগে শক্তিশালী হয়ে উঠছে

মোশতাক আহমেদ

ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত এবং ছাত্রলীগকে হল থেকে বিতাড়নের সুযোগে ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শিবির বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের ছদ্মাবরণে অবস্থান করলেও চলতি বছরের শেষ দিকে তারা প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ করবে বলে জানা গেছে। এজন্য তারা সব ধরনের প্রস্তুতিই নিচ্ছে। গোপনে নিজেদের সংগঠন গোছানোর জন্য তারা চাচ্ছে কিছুদিন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ থাকুক।

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ অনুযায়ী কোন সংগঠন গোপনে রাজনীতি করতে পারবে না বলে উল্লেখ থাকলেও ছাত্রশিবির দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে গোপনে তাদের দলীয় কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। কখনও ছাত্রলীগের হয়ে আবার কখনও ছাত্রদলের হয়ে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। অর্থাৎ যে সরকারই ক্ষমতায় আসে সেই সরকারের ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় তারা তাদের কাজ চালিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের কার্যক্রমের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে তারা গোপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটিও গঠন করে। এতে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের জাহিদুর রহমানকে সভাপতি এবং আইন বিভাগের মনিরুজ্জামান মনিরকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি নয়, প্রতিটি হল এবং বিভাগীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এমনকি প্রতিটি বিভাগের বর্ষওয়ারী কমিটিও রয়েছে। কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। এক হলের ছাত্র অন্য হলের কমিটিতে থাকতে পারে। তবে তার জন্য যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়। বর্তমানে ক্যাম্পাসে শিবিরের অবস্থান খুবই শক্তিশালী। ক্যাম্পাসে তাদের ২২শ' নেতাকর্মী ও সমর্থক রয়েছে বলে জানা গেছে। গত ১৭ নবেম্বর থেকে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত এবং নির্বাচনপরবর্তী ছাত্রলীগকে হল থেকে বিতাড়নের সুযোগে তাদের কার্যক্রমের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। ছাত্রলীগের সময় যেসব শিবিরের নেতাকর্মীকে মারধর করে হল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তারাও এখন হলে আসা শুরু করেছে। ইসলামী ছাত্র শিবির চাচ্ছে কিছুদিনের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হয়ে যাক। এই সুযোগে তারা তাদের অবস্থান পুরোপুরি পাকাপোক্ত করতে চায়। সংগঠন গোছানোই এখন তাদের কাজ। প্রতিনিয়ত তারা কর্মিসভা করছে। বিভিন্ন হল, বর্ষওয়ারী, বিভাগওয়ারী আলাদাভাবে এই সভা হয়। এসব সভা সাধারণত পল্টনস্থ দলীয় কার্যালয়ে অথবা শাহবাগের ফোকাস কোচিং সেন্টারের আশপাশে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের প্রতিটি জায়গায় শিবিরের নেতাকর্মীরা মেস করে বা বাসা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি

ভাড়া করে অবস্থান করে। বিশেষ করে শাহবাগ এলাকায় তাদের মেস ও বাসা সবচেয়ে বেশি। তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থী শিক্ষক এমনকি জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। কয়েকদিন আগে একটি হলের শিবিরপন্থী এক মেস ম্যানেজারকে ছাত্রদলের কয়েক কর্মী মারধর করার কারণে তাদের হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে।

জানা গেছে, জামায়াতের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েক নেতা টেলিফোন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানায়। এমনকি শিবিরের শীর্ষস্থানীয় দুই নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করে ওই বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এরপরই ছাত্রদলের ৭ নেতাকর্মীকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। অথচ ক্যাম্পাসে এর চেয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটে গেলেও তার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

শিবিরের একটি হলের এক নেতা বলেছেন, আমাদের বর্তমানে যে সমর্থক রয়েছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আমরা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারি। এমনকি আমরা হলও দখল করতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা সে রকম কিছু করব না আরও কিছুদিন এভাবে পর্যবেক্ষণ করব।

প্রসঙ্গত অনটেস্ট হিসাবে শিবির গত ভর্তি পরীক্ষার সময় নবীনদের স্বাগত জানিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যানার টানিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদল ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা তা পুড়ে ফেলে। চলতি বছরের শেষ দিকে তারা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। সেই লক্ষ্যেই তারা এগুচ্ছে। তাদের টার্গেট অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের অবস্থান শক্ত করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করবে।

এই বছরেই তারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে কর্মকাণ্ড চালাবে। ক্যাম্পাসে শিবিরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শিবির মূলত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে, এই রাজনীতি মোটেই ভাল নয়। ইতিহাস এবং এ দেশের মানুষও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং কোনভাবেই শিবিরের রাজনীতি কাম্য নয়। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন বলেন, ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করেই চলে। সুতরাং শিবিরের ব্যাপারেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সেন্টিমেন্টকেই ধারণ করব।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, শিবিরের আগ্রাসন থেকে ক্যাম্পাসকে মুক্ত রাখতে আমরা সবকিছুই করব। প্রয়োজনে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ সকল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে ঐক্য করব।

JUL 16 2002